আল্লাহর সত্য ওয়াদা

যারা তাঁর কথার সত্যায়ন করে ও তাঁর ওয়াদা পূরণের ব্যাপারে সুনিশ্চিত, আল্লাহ ﷻ তাঁর সে সকল ঈমানদার বান্দাদের প্রশংসা করেছেন। সুসময় হোক আর হোক দুঃসময় - তাদের এই ইয়াক্বীন হ্রাস পায়না। বরং পরীক্ষা আল্লাহর আয়াত ও ওয়াদার প্রতি তাদের ঈমানকে বৃদ্ধি করে, তাঁর আদেশ ও হিকমাহ'র প্রতি তারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আত্মসমর্পণ করে, আর তাঁর সিদ্ধান্ত ও রায়ের প্রতি তাদের সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায়।

প্রায়ই একজন বান্দা আশা করে যে কোন নির্দিষ্ট পরিস্থিতি বা নির্দিষ্ট পন্থায় আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বস্তি ও বিজয় আসবে। তদুপরি, আল্লাহ'র হিকমাহ অসীম, যার অধিকাংশই আমাদের অজানা।

মু'মিনগণ আশা করেছিলেন যে তারা কুরাইশদের কাফেলাকে পাকড়াও করবেন, যাতে তারা যুদ্ধ ছাড়াই সহজে জয় লাভ করতে পারেন, অর্জিত গানীমাহ দিয়ে নিজেদের

শক্তিবৃদ্ধি করতে পারেন এবং কুরাইশদের আরও কিছু সময়ের জন্য ঠেকিয়ে রাখতে পারেন। কিন্তু আল্লাহ - তাঁর অসীম জ্ঞান ও হিকমাহ দ্বারা - চেয়েছেন কাফেলা তাদের কাছ থেকে পালিয়ে যাবে, কুরাইশ সৈন্য সমাবেশ করবে, তিনগুণের বেশি সৈন্য সংখ্যা নিয়ে মুসলিমদের সাথে লড়তে দৃঢ় সংকল্প করবে। তারা এইভাবে মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার আশা করেছিল, যারা কুরাইশদের অবস্থান নিষ্প্রভ আর তাদের বাণিজ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করা শুরু করেছিল। এইভাবে বদরের বড় যুদ্ধ শুরু হয়, যার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "আর যখন আল্লাহ দু'টি দলের একটির ব্যাপারে তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, সেটি তোমাদের হস্তগত হবে, আর তোমরা কামনা করছিলে যাতে কোন রকম কন্টক নেই, তাই তোমাদের ভাগে আসুক; অথচ আল্লাহ চাইতেন সত্যকে স্বীয় কালামের মাধ্যমে সত্যে পরিণত করতে এবং কাফেরদের মূল কর্তন করে দিতে, যাতে করে সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দেন, যদিও পাপীরা অসন্তুষ্ট হয়।" [আল-আনফাল: ৭-৮]

তদুপরি, আল্লাহ ﷻ মু'মিনদের চোখে কাফিরদের স্বল্প সংখ্যক হিসেবে দেখিয়েছেন যাতে তারা তাদেরকে ভয় না পায় এবং মোকাবিলা করতে উৎসাহিত হয়। একইভাবে তিনি কাফিরদের চোখে মু'মিনদের সংখ্যাকে কম হিসেবে দেখিয়েছেন যাতে তারা যুদ্ধের দিকে প্রলুব্ধ হয়। তিনি ﷻ বলেন, "আর যখন তোমাদেরকে দেখালেন সে সৈন্যদল মোকাবিলার সময় তোমাদের চোখে অল্প এবং তোমাদেরকে দেখালেন তাদের চোখে অল্প, যাতে আল্লাহ সে কাজ করে নিতে পারেন যা ছিল নির্ধারিত। আর সব কাজই আল্লাহর নিকট গিয়ে পৌঁছায়।" [আল-আনফাল: ৪৪] তারপর, যখন দুই পক্ষ মুখোমুখি হল, কুফফার দেখল মুসলিমরা যেন সংখ্যায় তাদের দ্বিগুণ। এরফলে কুফফারদের সেনাদল প্রবল ঝাঁকুনি খেল, তাদের মনোবল দুর্বল হয়ে গেল, তাদের শক্তিমত্তা হ্রাস পেল, তারা বিজয়ের আশা হারিয়ে ফেলল, আল্লাহ মু'মিনদের তাঁর নুসরাহ দিয়ে শক্তিশালী করলেন। তিনি ﷻ বলেন, "নিশ্চয়ই দুটো দলের মোকাবিলার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিল। একটি দল আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করে। আর অপর দল ছিল কাফেরদের এরা স্বচক্ষে তাদেরকে দ্বিগুণ দেখছিল। আর আল্লাহ যাকে নিজের সাহায্যের মাধ্যমে শক্তি দান করেন। এরই মধ্যে শিক্ষণীয় রয়েছে দৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য।" (আল-'ইমরান ১৩)

আহযাবের যুদ্ধে আল্লাহ ﷻ মু'মিনদের এক কঠোর ও আকস্মিক পরীক্ষায় ফেললেন, কিন্তু এতে কেবল আল্লাহ ও রাসূলের ওয়াদাকৃত বিজয় ও কুফফারদের পরাজয়ের ব্যাপারে তাদের বিশ্বাস বাড়ল।

আল্লাহ বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল, অতঃপর আমি তাদের বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম, যাদেরকে তোমরা দেখতে পাও নি।" (আল-আহযাব: ৯) ইবনে কাসির رحمه الله বলেন, "আল্লাহ ﷻ এখানে মু'মিন বান্দাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ, বদান্যতা ও উদারতার দিকে নির্দেশ করেন, যখন তিনি তাদের বিরুদ্ধে জড়ো হওয়া শত্রুদের প্রতিহত ও পরাভূত করেন, খন্দকের বছরে, ৫ম হিজরির শাওয়াল মাসে মুশরিকরা মদিনার পূর্বদিকে উহুদের কাছে অবস্থান নেয়, এবং তাদের একটি দল মদিনার উঁচু জায়গায় ছাউনি ফেলে, যেমনটি আল্লাহ ﷻ বলেছেন, "যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল উচ্চ ভূমি ও নিম্নভূমি থেকে।" [আল-আহযাব: ১০] রাসূলুল্লাহ ﷺ সাতশ থেকে মতান্তরে তিন হাজার মুসলিম নিয়ে অগ্রযাত্রা করলেন, মদিনার বাজারের সাল' পাহাড় ছিল তাদের পেছনে আর শত্রুরা তাদের সামনে।" কুফফারদের সৈন্য সমাবেশ মুসলিমদের জন্য খুব বড় পরীক্ষা ছিল। ইবনে কাসিরের আরও বলেন, "পরিস্থিতি ছিল খুব কঠিন ও নাজুক, অবস্থা ছিল শক্ত, আল্লাহ যেমন বলেন, 'সে সময়ে মুমিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং ভীষণভাবে প্রকম্পিত হচ্ছিল।' [আল-আহযাব: ১১] তারা নাবী ﷺ ও তার সাহাবীদেরকে এক মাস ধরে অবরোধ করে রেখে ছিল।"

সেই কষ্ট ও দুর্ভোগের পর আল্লাহর সাহায্য আসে এক অবিস্মরণীয় ভাবে যা আল্লাহ'র সামর্থ্য, শক্তি, ক্ষমতা, হিকমাহ এবং মু'মিনদের প্রতি তাঁর দয়ার উদাহরণ। তিনি ﷻ বলেন, "আল্লাহ কাফেরদেরকে ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন। তারা কোন কল্যাণ পায়নি। যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ মুমিনদের জন্যে যথেষ্ট হয়ে গেছেন। আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।" [আল-আহযাব: ২৫] আল্লাহ মু'মিনদের বিজয় দিয়ে শক্তিশালী করেন, তারপর আসে বনু কুরাইজা'র ইহুদিদের গণহারে হত্যা করার ঘটনা যেখানে মু'মিনগন বিশাল পরিমাণ গানীমাহ অর্জন করেন এবং তাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। তিনি ﷻ বলেন, "কিতাবিদের মধ্যে যারা কাফেরদের পৃষ্টপোষকতা করেছিল, তাদেরকে তিনি তাদের দুর্গ থেকে নামিয়ে দিলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করলেন। ফলে তোমরা একদলকে হত্যা করছ এবং একদলকে বন্দী করছ। তিনি তোমাদেরকে তাদের ভূমির, ঘর-বাড়ীর, ধন-সম্পদের এবং এমন এক ভূ-খন্ডের মালিক করে দিয়েছেন, যেখানে তোমরা অভিযান করনি। আল্লাহ যাবতীয় সকল বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।" [আল-আহযাব: ২৬-২৭]

নিঃসন্দেহে, এটা আল্লাহ'র ওয়াদা, যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য পূরণ করেছেন, মুনাফিকরা তাদের দল থেকে বের হয়ে যাওয়া পর্যন্ত, মু'মিনদের সংহতি এবং আল্লাহর সেই ওয়াদায় ইয়াকীন আসা পর্যন্ত তাদের যাচাই-বাচাই ও পরীক্ষা করেছেন। তারপর বিজয় আসল অপ্রত্যাশিত দিক থেকে। আমরা দোয়া করি আল্লাহ আমাদের বিজয়, সম্মান আর তাঁর মুজাহিদ বান্দাদের তামকীন দান করুন। সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের।